ব্রি ধান৬৭

জাত পরিচিতিঃ	ব্রি ধান৬৭ এর কৌলিক সারি নং- BR7100-R-6-6 । উক্ত কৌলিক সারিটি IR61247-3B-8-2-1 এবং BRRI dhan36 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে চুড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি ইরি-ব্রি'র যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে ও দেশের বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৪৭ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
জাতের বৈশিষ্ট্যঃ	ব্রি ধান৬৭ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । ব্রি ধান৬৭ বোরো মৌসুমের উপযুক্ত লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত। এ জাতের ডিগপাতা প্রচলিত ব্রি ধান২৮ চেয়ে খাড়া। ব্রি ধান৬৭ লবনাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৭.৪ টন ফলন দিতে সক্ষম, যা ব্রি ধান৪৭ এর থেকে ০.৫ টন/হে. বেশী। এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং গাছের উচ্চতা ১০০ সে.মি.। এ ধানের চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে ।
এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাঃ	ব্রি ধান৬৭ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/ মি. (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। উপরন্তু এ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt sensitive stages) ৮ ডিএস/ মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম যা প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান২৮ পারে না। এ জাতটি ব্রি ধান৪৭ এর মতো লবন সহ্য করতে পারে তবে এর দানা মাঝারি চিকন ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না।
জীবনকালঃ	এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।
ফলনঃ	উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৬৭ চাষে লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮ - ৭.৪ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।
চাষাবাদ পদ্ধতিঃ	এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী ধানের মতই। ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ অগ্রহায়নের ২ তারিখ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে বীজ বপন করে ৩৫-৪০ দিনের চারা গোছা প্রতি ২/৩ টি করে ২৫ সে. মি. ×১৫ সে.মি. স্পেসিং দিয়ে রোপন করতে হবে। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।
সার ব্যাবস্থাপনাঃ	সারের মাত্রা উফশী জাতের মতই (২৯৫: ৯৫: ১২০: ১০০: ১০ কেজি ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসামঃ জিংক সালফেট/হেক্টর)। সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি ৩৫-৪০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা দমনঃ	-
সেচ ব্যবস্থাপনাঃ	-
রোগবালাই দমনঃ	ব্রি ধান৬৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত।
ফসল পাকা ও কাটাঃ	-